বন্দে মাহ্‌দরম (৪)

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

ঢুলু-ঢুলু চোখে এই আনন্দ বাজারেও তাল হারিয়ে ফেলে বন্দে মাহদরম। লাল বাউটা (পতাকা) তুলে সমবেত বৈরাগী কাঁধে তুলে নিলেন মাহদরমকে। সম্বর্ধনায় তার অবস্থা মারাত্মক। চোখ ভরা জল অথবা জল ভরা চোখ। জল আর চোখ একাকার কিন্তু গড়িয়ে পড়ছে না এক ফোঁটাও অশ্রু। আহারে.... সেকস্‌পিয়র বেচারা! এজন্য বোধ হয় তিনি বিলাপ ধরেছিলেন, চোখ ভাসছে অশ্রুজলে কিংবা অশ্রু ভাসছে চোখে। টইটুম্বর জলের মাঝে মাহদরমের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। মস্তিস্কের অদ্ভুত কোষে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত স্মৃতিখন্ডগুলো দৃশ্যপট হয়ে আসছে সারি বেঁধে চলা পিঁপড়ার দল হয়ে। আহারে...হেড অফিস! ছোট্ট একটা মাথা করুণ স্মৃতিগুলো কিভাবে যে এতদিন আগলে রেখেছে বিস্ময়কর মস্তিস্ক কোষে! স্রষ্টার লীলা বুঝা বড় দায়! আর তাঁর লীলার সবচেয়ে বিস্ময়কর লীলা নিকেতন বোধহয় মস্তিস্ক।

কৃষ্ণপক্ষের এক রাতে ইসমাইলগঞ্জে ঘোড়ায় চড়ে পেশাগত দায়িত্ব নিয়ে বল্লম হামলা চালায় দুর্ধর্ষ কিছু স্থলদস্যু। আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে জড়িত শত শত নিরীহ চেহারার ধুর্ত কিছু দোকানী টাকার বাক্স ফেলে খাটিয়ার নীচে অবস্থান করে। মহাপরাক্রমাশালী দস্যুরা পাড়ার মক্তবে শেখা মাথার চুলটানা পদ্ধতিতে গোবেচারাদের টেনে হিঁচড়ে ইথারে ভাসিয়ে ধন-সম্পত্তির তল্লাশী কর্ম সংক্ষিপ্ত করে। গঞ্জের পাশ দিয়ে কুল-কুল রবে সদা বহমান টঙ্গাবতী। টঙ্গাবতী বহমান চঞ্চলা একটি খালের নাম। প্রতিদিন শত শত নৌকা চেপে গঞ্জে আসে তরি-তরকারি, চাল-ডাল, পাহাড়ী বাঁশ আর গাছ। চঞ্চলা দু'কুলের মানব সন্তানদের যেমন উপঢৌকন হিসেবে শষ্য ভান্ডার দিয়েছে অফুরন্ত , তেমনি দিয়েছে নিশীথ রাতের ঘুম ভাঙা, ঘর ভাঙা সর্বোপরি কপাল ভাঙা। টঙ্গাবতীর উৎসমুখে নাকি একটা প্রকান্ড বেল গাছ। তরুতলে রাজকন্যা টঙ্গাবতী দিনমান ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে অপেক্ষা করতেন প্রিয়তমের আশায়। নিত্যকার ঘটনা। প্রতিদিন ব্যর্থ রাজকন্যা গলা আটকা অভিমান নিয়ে মালা ছুঁড়ে দেয় পানিতে। সূ-শোভিত পাহাড়ী ঝর্ণার পদাঘাতে সৃষ্ট জলাধারের এপাড়ে বেলগাছ আর ওপাড়ে? বার্মা মল্লুক, রেঙ্গুন, আকিয়াব স্বপ্নের শহর। ওখানেই ছিলো মাহদরমের পূর্ব পুরুষের বসতি। মাতৃবংশ বাংলাদেশ বর্ডার অঞ্চলের হলেও পিতৃকুল রঙিলা শহর রেঙ্গুনের। পিতামহ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গোলাম মোহাম্মদ। তার একমাত্র ছেলে দিল মোহাম্মদ। ভবঘুরে দিল মোহাম্মদ ইহজনমে শুধুমাত্র দু'টো কাজ করে বেড়াতেন। দেশান্তর আর বিবাহ। দেশ বলতে নতুন বিবাহস্থল। দিল মোহাম্মদ ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঝড়ে পড়া আহত পাখির মতো আশ্রয় নেয় সুন্দরী কুলসুমের ঘরে। ওখানেই দিল মোহাম্মদ আর কুলসুমের বিবাহ বৃত্তান্ত এবং বন্দে হাহদরম ওরফে ছোট্ট "মধু"র জন্ম বৃত্তান্ত। পাহাড়ী ঝর্ণা আর হিংস্র জংলায় বেড়ে উঠা মধুর জীবন যখন হামাগুড়ি থেকে হাঁটতে শিখেছে ঠিক তখনই দিল মোহাম্মদ লাপাত্তা। কষ্ট আর সীমাহীন দিনাতিপাতে একদিন শুরু হলো মগ-বাঙালী কাটাকাটি। পিতা

আনন্দে মেতে বীজ রোপন করলেন,অতপর উত্তাল সাগরে ফেলে তিনি দরিয়ার পাড় দিয়ে হেঁটে হেঁটে ডুগডুগি হাতে রওনা দিলেন নিরুদ্দেদ্দেশ্যে। দুঃখিনী মা? তিনি তো তিল তিল করে একফোঁটা রক্তকণা, একফোঁটা অস্থি-মজ্জা, পানি জমাতে-জমাতে জমাটপিন্ডে প্রাণ সঞ্চার করেন। শুধু কি তাই? কিম্ভুতকিমাকার পিন্ডটি বড় করতে করতে নিজদেহে বহন করেন অহর্নিশ। সেই যাতনা কী এবং কত(?) ওয়াই ক্রোমোজোম ধারকেরা কখনো বুঝবে না, বুঝার কথাও নয়। তাইতো দুঃখিনী কুলসুম নিস্পাপ ছেলের হাত ধরে পাড়ি দিলেন রাজনৈতিক সীমারেখা। অতপর রিফিউজি ক্যাম্প হয়ে পিতৃপুরুষের এক আত্মীয়ের বোঝা হয়ে বাংলার নির্জন পল্লী ওলুডাঙায়।

গঞ্জের পাশেই হাড্ডিসার মানুষগুলোর মমতার ডিপো ওলুডাঙা গ্রাম। সম্পদ নেই, কর্ম নেই তবুও মমতার ঘাটতি নেই এখানে। পিতৃ-পরিত্যক্ত অভিমানী ছোট্ট একটি ছেলে। স্কুল ভাল লাগে না তার। জীর্ণ একমাত্র হাফ প্যান্টটির চেইন ছিঁড়ে আছে অনেকদিন। ইউনুস মাস্টার মুখ খেঁচিয়ে কতবার বলেছে, 'চেইন ছেঁড়া প্যান্টে আসলে স্কুলের বাইরতো করুমই ভেতরের মালামালও কাইট্যা রাখুম।' ছেলেটি স্বপ্ন দেখে রঙিন জামা পড়ে নায়ক সেজে এসেছে স্কুলে, চোখে পাঁচ টাকা দামের লাল চশমাও। তখন কি ইউনুস মাস্টার তাকে রাহুলদের মতো আদুরে গলায় কোলে তুলে নেবেন? ভারী মজা লাগে তার। পাজি "মা"টা তার স্বপ্ন পুরণ করতে পারে না। কতবার বলেছে মা জামার কলারটা পঁচে গেছে। স্কুলে মাষ্টার গালি দেন। ক্লাসের সুমনরা জামার ফুটোয় আঙুল দিয়ে টুকাটুকি খেলতে চায়। তখন ভারী রাগ হয় "মা"র উপর। মা কিনা মুখে আঁচল চেপে কান্নাকাটি করে। এত কান্নাকাটির কী আছে মাথায় আসে না তার। ছেলেটির চোখে স্কুলঘর, খেলার মাঠ, সঙ্গী-সাথী সবই বিবর্ণ হয়ে আসে। বগলে রাখা বইয়ের স্তুপ ছুড়ে ফেলে পা বাড়ায় অবারিত ফসলি মাঠে। মাথা উঁচু করে আছে ধানক্ষেত। মাঠ ভরা নিরন্ত্মর সবুজ আর সবুজ। বিস্ত্মীর্ণ মাঠের ঠিক মাঝখানে হঠাৎ সবুজ থেমে একটু অবসর। ছোট্ট এটি ডোবা। ডোবার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে বয়সের ভারে নুহ্য প্রাচীন বটবৃক্ষ। খা-খা রৌদে যেন একখন্ড শান্ত্মির মেঘ। সাদা মেঘ, কালো মেঘ। তার দুটোই প্রয়োজন। ঘরে "মা" ছাড়া যে কেউ নেই তার । বাবা! আহা সে কবেই যে ফেলে চলে গেলো! আর এলো না। অবুঝ শিশুটি ছোট্ট পা'দুটি পানিতে ডুবিয়ে মমতাময়ী বটের শিকড়ে এলিয়ে পড়ে। সে তো জানে না পিতৃত্ব সহজেই ভুলা যায়। জগতের কুকুর সম্প্রদায় যেমন পিতৃতব্য আনন্দের ফসল দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে কিন্তু মা? সারা জনম মাতৃত্বের বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অসহায় কুকুরনী, তার "মা"ও তেমন একজন ভারাক্রান্ত্ম নারী আর তার অবুঝ হৃদয় টি তেমনি একটি আনন্দের ফসল। হঠাৎই....., হঠাৎ খা-খা রৌদ্দর ভরা আকাশ ঢেকে গেলো রাশি রাশি নিকশ কালো মেঘে। লক্ষ লক্ষ ঝরা পাতা, খড়-কুটো ঘুরছে ঘুর্ণি বাতাসে। আসমান ফেটে বিজলীর চোখ

ধাধানো আলোর ঝিলিক আর ঘুড়ুম ঘুড়ুম গগণ বিদারী শব্দে বৃষ্টি নামছে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে মানুষ। মানুষ, পশু-পাখি এমনকি গরু-ছাগল ছুটছে একটু আশ্রয়ের খোঁজে। এমনি ভয়াবহ অবস্থায়ও এক পাগলী "মা" ছুটছে দিক-জ্ঞানহীন। আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পিছু নিয়েছে। এত ঝড় বিক্ষুদ্ধ সময়েও ছেলেটি বসে আছে কঠিন নির্লিপ্ততা নিয়ে। ঝড়ের বাতাসে ভাঙা-ভাঙা শব্দে ভেসে আসছে অস্পস্ট ডাক। ও মাহদুরে.....বাপ.....মধুরে.....মধু! অভিমান ভেঙে ছেলেটির চোখে বরফ গলা পানির মতো নেমে আসছে স্রোতধারা। মা ছাড়া এই জনমে মধুর স্বরে মধু নাম ডাক দেয়ার তার যে আর কেউ নেই! ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে মাকে বলে আর ডেকো না মা, আমি যাবো না কোথাও, শত দুঃখেও জন্ম-জন্মান্তরে তোমার বুকে থাকতে চাই।

বারো রকমের ব্যস্ত মানুষের বাসষ্ট্যান্ড। মুখে আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে আছে ক্লান্তদেহী এক মহিলা। দেহে সীমাহীন ক্লান্তি কিন্তু চোখে তার আশার ঝিলিক। তার বুক ছেঁড়া ধন "মধু" মেট্রিকুলেশন পাশ দিয়েছে দশ গ্রামে তুফান তুলে। একমাত্র ভরসার প্রদীপ, বংশের প্রদীপ আজ শহরে যাবে। মাবুদগো..... আমার বুকের প্রদীপরে মশাল করে ফিরায়ও। ময়লা শাড়ীর আঁচল চেপে মহিলা আকুলি-বিকুলি করে কাঁদছে। সন্তর্পনে হাতা ছেঁড়া ব্লাউস সরিয়ে রাখছে মা। বুকে চেপে রাখছে নাড়ী ছেঁড়া ধন মধু। মা-ছেলের স্বর্গীয় দৃশ্যে বাতাস ভারী হয়ে আসে। মাহদরম মায়ের ছেঁড়া আঁচলে সমস্ত আবেগ জমা দিয়ে যাত্রা করতে চায় বৃহত্তর আঙিনায়।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, পঃ মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম